সমকাল

প্রকাশ : ০৪ জুন, ২০১৭ ২২:১৩:৫৯আপডেট : ০৪ জুন, ২০১৭ ২২:২১:৩০

মহাকাশে বাংলাদেশ

'ব্র্যাক অন্বেষা'র সফল উৎক্ষেপণ

সমকাল প্রতিবেদক

প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে দেশের প্রথম ক্ষুদ্র উপগ্রহ বা ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা'। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি উপগ্রহটি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেস এক্স ফ্যালকন-৯ রকেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের লক্ষ্যে (আইএসএস) উৎক্ষেপণ করা হয় রোববার বাংলাদেশ সময় ভোররাত ৩টা ৭ মিনিটে। সমকালকে জানিয়েছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত স্যাটেলাইটটির গ্রাউন্ড স্টেশনের ছয় সদস্যের দলনেতা মোহাম্মদ সৌরভ।

এই উৎক্ষেপণ শুক্রবার ভোররাত ৩টা ৫৫ মিনিটে হওয়ার কর্মসূচি আগের খবরে প্রকাশ করা হয়েছিল। মোহাম্মদ সৌরভ জানান, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও খারাপ আবহাওয়ার জন্য স্থগিত করা হয়। স্পেস সেন্টারের আশপাশে ব্যাপকভাবে বজ্রপাত হতে থাকলে বিজ্ঞানীরা কর্মসহ্চি পরিবর্তন করে রোববার আনেন।

সৌরভ জানান, ব্র্যাক অন্বেষা

> ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি উপগ্রহটি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেস এক্স ফ্যালকন-৯ রকেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের লক্ষ্যে (আইএসএস) উৎক্ষেপণ করা হয়

সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে আইএসএসে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এরপর শিগগিরই সেখান থেকে তা কক্ষপথে স্থাপন করা হবে।

জাপানের কিউশু ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অধ্যয়নরত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী রায়হানা শামস ইসলাম অপ্সরা, আবদুল্লা হিল কাফি ও মাইসুন ইবনে মানোয়ার এই ন্যানো স্যাটেলাইট বানান। উৎক্ষেপণের পর এক ভিডিও পোস্টে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তারা। ভিডিওতে মাইসুন বলেন, কক্ষপথে যাওয়ার পর আমরা উপগ্রহটি থেকে সিগন্যাল পাওয়া শুরু করলেই পুরো কাজ সম্পন্ন হবে।

বাংলাদেশের ব্র্যাক অন্বেষা দলের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, ন্যানো স্যাটেলাইটের আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছানো ও কক্ষপথে স্থাপন নিয়ে পরবর্তী খবরগুলো যথাসময়ে জানানো হবে। দলটির প্রতি সমর্থন, প্রার্থনা, উৎসাহ ও প্রেরণার জন্য সবাইকে ধন্যবাদও জানান তারা।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ন্যানো স্যাটেলাইট প্রকল্প গবেষক ড. আরিফুর রহমান খানের হাত ধরে শুরু ২০১৪ সালে। উৎক্ষেপণের পর নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি বলেন, 'মহাকাশে বাংলাদেশ...।'

বিশেষ দিনে হ্যাম রেডিও দিয়ে মহাকাশে ভেসে থাকা এই ন্যানো সাটেলাইট থেকে জাতীয় সঙ্গীত শোনা যাবে। এটি পৃথিবী থেকে ৪০০ কিলোমিটার ওপরে অবস্থান করবে এবং পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে আসতে

৯০ মিনিটের মতো সময় নেবে। এটি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে দিনে চার থেকে ছয়বার উড়ে যাবে। এর মূল কাজ হবে গবেষণায়। এটি দুর্যোগের পূর্বাভাস ও উচ্চমানের ছবি পাঠাতে পারবে।

দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতায় ১০ সেন্টিমিটার ঘনক্ষেত্রের এক কেজি ওজনের ব্র্যাক অন্বেষা জাপানে তৈরি হলেও পরে বাংলাদেশেই এ ধরনের ন্যানো স্যাটেলাইট তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন প্রস্তুতকারীরা। গত ফেব্রুয়ারিতে জাপানে এক অনুষ্ঠানে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সৈয়দ সাদ আন্দালিব কিউশু ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যানো স্যাটেলাইটটি গ্রহণ করেন। একই অনুষ্ঠানে জাপান অ্যারোস্পেস এজেন্সির কাছে মহাকাশে উৎক্ষেপণের জন্য হস্তান্তর করা হয়।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত স্যাটেলাইটটির গ্রাউন্ড স্টেশনে কাজ করছেন আটজন শিক্ষার্থী। তারা হলেন: মোহাম্মদ সৌরভ, বিজয় তালুকদার, আইনুল হুদা, সানন্দ চয়ন, জামিল আরিফিন, আরাফাত হক, শাকিল উজ্জামান ও আদনান সাব্বির।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক খলিলুর রহমান ও সহকারী অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান সাগর উপদেষ্টা হিসেবে গ্রাউন্ড স্টেশন টিমকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন।

বেসরকারি উদ্যোগে প্রথম ক্ষুদ্র উপগ্রহ মহাকাশে গেল। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু উপগ্রহ-১' আগামী ১৬ ডিসেম্বর নাসার কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণের আশা করা হচ্ছে।

Print

ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫ ৮৮৭০১৯৫

ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১ ৮৮৭৭০১৯৬

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার

বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০

প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা - ১২০৮